সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মনপুরা বাঁচাতে জরুরি পদক্ষেপের দাবি অধিকার ভিত্তিক নাগরিক সমাজের

মনপুরা বাঁচাও, পানি উন্নয়ন বোর্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত কর

ঢাকা, ১৮ এপ্রিল ২০১৭: আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক মানব বন্ধন থেকে মনপুরা দ্বীপকে নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে বাঁচাতে জরুরি উদ্যোগের দাবি জানানো হয়। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এই মানব বন্ধনে অংশ নিয়ে ২৮টি অধিকারভিত্তিক নাগরিক সংগঠন এবং মনপুরার একদল কিশোর-কিশোরী মনপুরার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও সচ্ছতা নিশ্চিত করারও দাবি জানায়। কোস্ট ট্রাস্টের মোস্তফা কামাল আকন্দের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত 'মনপুরা বাঁচাতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চাই" শীর্ষক মানব বন্ধন ও সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন উন্নয়ন ধারা ট্রাস্টের আমিনুর রসুল বাবুল, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের জায়েদ ইকবাল খান, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতির সুবল সরকার, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের মিহির বিশ্বাস, ইক্যুইটিবিডি'র রেজাউল করিম চৌধুরী। সমাবেশে মনপুরার কিশোর মো. সজিব এবং কিশোরী মোছা. সাবিয়া আক্তার মিম তাদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে মনপুরার জন্য ১১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় সরকারকে ধন্যবাদ জানানো হয়। একই সঙ্গে, এই অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হয়: ১) চলমান কর্মকাণ্ড বিষয়ে সকল তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশ ও প্রচার করার ব্যবস্থা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে, ২) পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এবং দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ও সিস্টেম লস কমাতে হবে, ৩) পানি উন্নয়ন বোর্ডকে আমূল সংস্কার করে জেলা পরিষদ এবং স্থানীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করতে হবে, ৪) তলদেশ থেকে তীর পর্যন্ত ব্লক দিতে হবে।

আমিনুর রসুল বাবুল বলেন, আমাদেরকে উপকূলীয় এলাকা রক্ষা করতে করতে হবে, রক্ষা করতে হবে মনপুরা দ্বীপকেও। মনপুরা দ্বীপকে রক্ষা করার জন্য, এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে, পানি উন্নয়ন বোর্ডকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিগত দিনের কার্যক্রমের উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। জায়েদ ইকবাল খান বলেন, ১৯৭৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত মনপুরার প্রায় ৩৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। প্রতি নিয়তই নতুন নতুন এলাকা নদীতে ডুবে যাচ্ছে। মনপুরাকে নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করতে কংক্রিটের ব্লক দিয়ে বাধ দিতে হবে। সুবল সরকার বলেন, মনপুরার প্রায় ২০টি গ্রাম এবং ১০টি বাজার পুরোপুরি নদী গর্ভে হারিয়ে গেছে। মুল শহরটির প্রায় ৩০০ গজ কাছে চলে এসেছে নদী। মনুপরাকে বাঁচাতে তাই জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ নিতে হবে। মিহির বিশ্বাস বলেন, হাওরাঞ্চলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক ভূমিকায় আমরা ক্ষুব্ধ। সেখানে কতিপয় লোকের দুর্নীতি লাখ কৃষকের কান্নার কারণ হয়েছে। মনপুরায় আমরা এর পুনরাবৃত্তি চাই না।

মনপুরার কিশোর মো. সজিব বলেন, বর্ষাকালে আমরা স্কুলে যেতে পারি না, আমাদের বাবা-মাকে একাধিকবার তাদের আয়ের উৎস বদলাতে হয়েছে নদী ভাঙ্গনের কারণে। আমরা এর অবসান চাই। কিশোরী মোছা. সাবিয়া আক্তার মিম বলেন, আমাদের ঘর-বাড়ি ভেঙ্গেছে তিন বার, বর্তমান বাড়িও যেকোনও সময় নদী গর্ভে হারিয়ে যেতে পারে। আমাদের পড়াশোনা ব্যাহত হয়, আমারে জীবিকায় আঘাত আসে এই নদী ভাঙ্গনের কারণে। সরকারের কাছে এ থেকে আমাদের বাঁচানোর আবেদন জানাই।

রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, মনুপরা বাঁচাতে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এই বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে এই অর্থ অপচয় হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংস্কার অত্যাবশ্যক। পানি উন্নয়ন বোর্ডকে স্থানীয় মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

বার্তা প্রেরক

মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১